দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...13 AUG 1994
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বেসরকারী প্রাইমারি শিক্ষকদের কর্মসূচী

পনেরো হাজার স্কুলে ১ নবেম্বর থেকে তালা ঝুলবে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি তাদের চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১ নবেম্বর থেকে দেশের ১৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাঁচদিন ধরে ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষকের অবস্থান ও অনশন ধর্মঘট কর্মসূচীর পরও সরকার দাবি মেনে না নেয়ায় শিক্ষক সমিতি বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচী ঘোষণা করে।

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা গত ৬ আগস্ট থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তাদের অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। শিক্ষক সমিতি নেতাদের দাবি অনুযায়ী সারা দেশ থেকে দশ হাজারেরও বেশি প্রাথমিক শিক্ষক এই অবস্থান ধর্মঘটে যোগ দেয়ার জন্য ঢাকা আসেন। প্রথম দুদিনের অবস্থান ধর্মঘটের পরও সরকারের তরফ থেকে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে শিক্ষকরা তৃতীয় দিন থেকে অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। কিন্তু এরপরও সরকারের অবস্থান ছির অনড়। রাজনৈতিক নেতাদের আশ্বাস ও অনুরোধে শিক্ষকরা বৃহস্পতিবার রাতে অনশন ভঙ্গ করেন।

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে রেজিস্ট্রেশনকৃত সব প্রাথমিক স্কুল সরকারীকরণ, সরকারীকরণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষকদের মাসিক ভাতা ১৫শ' টাকায় উন্নীত করা, রেজিস্ট্রেশনবিহীন প্রাথমিক স্কুলগুলোকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান এবং প্রতি স্কুলে কমপক্ষে চারজন শিক্ষককে সরকারী ভাতা প্রদান।

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ১৫ হাজার ১১৫টি বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত স্কুলের সংখ্যা নয় হাজারের বেশি নয়। বর্তমানে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর শিক্ষকরাই কেবল মাসিক পাঁচ শ' টাকা হারে সরকারী ভাতা পেয়ে থাকেন। বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মেজর (অব) আছাদুজ্জামান জানিয়েছেন, অনেক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকও সরকারী ভাতা পান না। এমন স্কুলের সংখ্যা হবে এক হাজারেরও বেশি।

জানা গেছে, বর্তমানে যে ১৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭৪ সালের পর। ১৯৭৪ সালে দেশের সব প্রাথমিক স্কুলকে সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে অনুযায়ী সাড়ে আট হাজার বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলকে সরকারী করা হয়। তখন বাস্তব অসুবিধার কারণে দুহাজার প্রাথমিক স্কুলকে সরকারী করা যায়নি। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকার পৌর কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত আরও এক হাজার স্কুলকে সরকারীকরণ করেন। গত ২০ বছরে এছাড়া আর কোনও প্রাথমিক স্কুলকে সরকারীকরণ করা হয়নি। ১৯৯০ সালে সরকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণের পর '৯১ সাল থেকে রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের পাঁচ শ' টাকা করে মাসিক ভাতা প্রদানের নিয়ম চালু হয়।

জানা গেছে, এই নিয়ম চালু হওয়ার পর দেশে নতুন বেসরকারী স্কুল স্থাপনের হার হঠাৎ করে বেড়ে যায়। বেসরকারী স্কুলগুলোকে সরকারী রেজিস্ট্রেশন পেতে হলে কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে স্কুলের নিজস্ব জমি থাকতে হবে এবং কমপক্ষে দেড় শ' ছাত্র ও ৪ জন শিক্ষক থাকতে হবে। এই নিয়মের পরও বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা বিপুল হারে বাড়তে থাকে। ফলে সরকার বেসরকারী স্কুলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান বন্ধ করে দেন। অবশ্য পরে আবার রেজিস্ট্রেশন দেয়ার কাজ শুরু হয়।

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সূত্রে জানা গেছে, ১৫ হাজার বেসরকারী স্কুলে বর্তমানে ৬০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষক সমিতির দাবি অনুযায়ী এদের মাসে দেড় হাজার টাকা হারে ভাতা দিতে হলে সরকারের বছরে ৭২ কোটি টাকা বাড়তি খরচ হবে।

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত এক সেনা কর্মকর্তা মেজর আছাদুজ্জামান। মেজর (অব) আছাদুজ্জামান জানান, তিনি এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বর্তমানে নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। শিক্ষক না হয়েও কিভাবে শিক্ষক সমিতির সভাপতি হলেন প্রশ্ন করলে মেজর (অব) আছাদুজ্জামান বলেন, অবসর নেয়ার পর থেকেই তিনি দেশের জন্য কিছু করার কথা ভাবছিলেন। গ্রামে গিয়ে বেসরকারী স্কুলগুলোর দুরবস্থা দেখে তিনি এগুলোর উন্নতির কথা ভাবতে থাকেন এবং বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গঠন করেন।

মেজর (অবঃ) আছাদুজ্জামান জানান, ৪ দফা দাবি আদায়ের জন্য নবেম্বরে তারা জঙ্গী আন্দোলনে নামবেন। ১ নবেম্বর থেকে লাগাতার ধর্মঘট শুরু হবে। সব বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে। শিক্ষকরা সব সরকারী কাজ কর্ম এবং কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ বন্ধ করে দেবেন। তিনি জানান, দেশের সব বিরোধী দল তাদের এই আন্দোলনে সমর্থন দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।